কবিশিক্ষক

অনিকেত গোস্বামী

কবি শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণ কাব্যপ্রাণ বাঙালিকে রিক্ত করেছে। বাঙালি শুধু একজন বড় কবিকেই হারাল না, হারাল একজন প্রকৃত শিক্ষককেও। অনেকেই জানেন না তিনি কিছুদিন রামকৃষ্ণ মিশনের বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস হোমে ছিলেন। সেখানে ছাত্রদের আরতি করতে দেখতেন। দুহাতে দুই বিপরীত গতিকে বজায় রাখার অনুশীলন তাঁকে বিস্মিত করত।

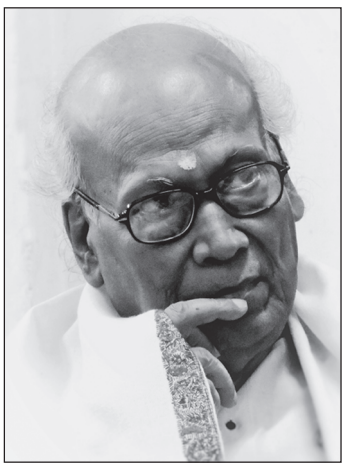

এক হাতে ঘণ্টা দোদুল্যমান, অন্য হাতে প্রতিমার সম্মুখে কখনও শঙ্খ কখনও বস্ত্র চালনা করতে হচ্ছে। শঙ্খ ঘোষ মন্দিরে আরতি করেননি কিন্তু তাঁর সারস্বত জীবনে এক আশ্চর্য আরতির উদাহরণ রেখে গেলেন। এক হাতে কবির স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ম বিকশিত, অন্য হাতে শিক্ষকতার নীতিনিষ্ঠ প্রয়োগ। সে-শিক্ষকতা কেবল শ্রেণিকক্ষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রতি রবিবার তাঁর বাড়িতে জনসমাগম হত। সময়ে অসময়ে নানা জন নানা প্রশ্ন ও আবদার নিয়ে উপস্থিত হতেন। তিনি অনলসভাবে তা মেটানোর চেষ্টা করতেন। বাংলা বিদ্যাচর্চার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন এমন মানুষজনের নানা সাংস্কৃতিক প্রশ্নের সাধ্যমতো সদুত্তর দিতেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে গেলে গণপরিসরে বিষয়টির চর্চা করা দরকার, সেই চর্চায় শঙ্খবাবু যথার্থ শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। সংশোধন করে দিতেন অনেকের গদ্য-পদ্য। অক্লান্ত এই শিক্ষক কখনও শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করতেন না। তুচ্ছ ভুলও সংশোধন করার সময় এমনভাবে সে-ভুল শুধরে দিতেন যাতে লেখক ভাবেন এ তো তিনি জানতেনই, ভুল করে ফেলেছেন মাত্র। শিক্ষকের আদর্শ ও মূল্যবোধ উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি লাভ করেছিলেন। শিক্ষক পিতার কাছে তাঁর বোধের যথার্থ বিকাশ হয়েছিল। সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে তিনি সর্বদা সরব ছিলেন। তাঁর কবিতার গূঢ় অথচ সুস্পষ্ট ভাষণ মানুষকে সচেতন করেছে। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত এই শ্রীময় মানুষটি চলে গেলেন। কবি ও শিক্ষক এই দুই গতিধারাকে জীবনে সংহত করতে পারেন এমন মানুষ বিরল, শঙ্খ ঘোষ সেই বিরল মানুষদের মধ্যে একজন।

ছবি : অভ্র বসু